## বিরভূম ঘুরে এসে (২০০০ সাল)
অসিম- সরকার

এইখানে একদিন মানুষের সংসার ছিল। ---
খোড়ো ঘর লাউডগা হাল্‌কা সবুজে
জল - ছবি এঁকেছিল তাতে। ওপাশে পুকুরে হাঁস
অলিম্পিক সাঁতারুর মতো জোড়ায় জোড়ায়
সিনক্রোনাইজ্‌ড্‌ সুইমিং করতো। দর্শকের
তোয়াক্কা না করে। আম বাগানের মাথা
আজ ছোট ঝোপ বলে মনে হয়। এপাশে
ওপাশে , চুলের সিঁথির মত পথ, সমস্ত
হারিয়ে গেছে। বৈরাগ্যের বেনো জলে
ডুবে গেছে সংসারের টান। কয়েকটা
নারকেল গাছ গলা বার করে, নিজেদের
মধ্যে কথা বলে।

ও গাঁয়ের জমিদার
তারাচাঁদ রায়, বিশাল ইঁদারা করেছিল
নিজের মায়ের নামে। সমস্ত উধাও।
এখানের মাঠে, ছেলেরা করতো খেলা, আজ
খেলা করে ঘোলা - জল। যারা এইখানে ছিল
পাতানো সংসার নিয়ে, তারা প্রাণ হাতে নিয়ে
আড়াডাঙ্গা ইস্কুলে উঠেছে। হরিচরণের বাবা---
আশী বছরের বুড়ো পক্ষাঘাতে পঙ্গু ছিল।
কিছু টুকিটাকি, ছেলে মেয়ে দুটোকে সামলাতে
জল বুকে উঠে এলো। আরও ওঠা দেখে
বুড়ো বাপকে আনতেও পারেনি। দয়াময়ী
হরিচরণের বউ, হাউ হাউ করে কাঁদছে---
শান্ত মেয়ে সাঁতার জানেনা। বলতো তার
''দুটা ছেল্যা, একটা বিটিছেল্যা।'' মা বলেই
ডাকতো বুড়োটা। এদের ইস্কুলে রেখে হরি
আজ চার ঘন্টা সাঁত্‌রে খুঁজেছে। কোনোই
হদিশ নেই। চোখ তার শুকনো শুধু
গাল বসে গেছে।

আবার সংসার হবে?
সে কথাও কেউ ভাবছেনা। দুশো একাত্তর জন
শুধু চেয়ে আছে --- যদি চিঁড়ে গুড় আসে
অথবা খিচুড়ি। বাহাত্তর ঘন্টা হয়ে গেল।

## তরুনের স্বপ্ন

তুমিতো আমার জন্যে কিনে দেবে
কিন্নরীর অঙ্গের সুবাস,
ঝুলন্ত চোয়ালে আধো কথা,
তদ্‌বিরের চাকরিতে ফরেন টুয়ার,
ঝকঝকে ইংরিজি বুলি,
মেঘ - ছোঁয়া প্রাসাদের তিন হাজার বর্গফুট,
আদিগন্ত হা হা হাওয়া, অপর্যাপ্ত আলো।
জানলা দিয়ে দেখতে পাবো
চিলের পিঠের নকসা পালকের বিচিত্র বিন্যাস,
পোকার মতন নিচে ক্ষুদে মানুষের কিলিবিলি,
খেলনার ট্রাম বাস মোটর স্কুটার।

# স্বপ্ন

গত রাত্রে অনেকদিন পর, মাকে দেখলুম।
যেমন বছর ষাটেক আগে দেখেছি ঃ সাদা খোলের
শান্তিপুরে শাড়ী, কানে দুটো মুক্তো আর নাকে
একটা সবুজ পান্না। আমার মায়ের শ্যামলা রঙে
ওই পাথরটা খুব মানাতো --- শৈশবে অনেক সময় আমি
চেয়ে চেয়ে দেখেছি। হাতে শাঁখা, সোনার চুড়ি---।

যেন ঘরের মধ্যে আলো ছিল। আমি সব কিছুই
স্পষ্ট দেখছি। মা যেন মনে মনে বললে --- কেমন আছিস?
আমি সারা জীবনটা হাতড়ে এলুম মনে মনেই।
মা বললে --- জানি। দ্যাখ তোর কপালে সুখ নেইরে---
তারপর, একটু থেমে বললে --- তাই বলি কি
তুই চল। এখানে থেকে আর কি করবি?
আমি আবার মনে মনেই মাকে বললুম---
আমিও কিছুদিন থেকে সে কথাই ভাবছি। কিন্তু
ওই যে বোকা সরল ছোট একটা মেয়ে --- আমি
নাতনী বলি, ওটা যে আঁকড়ে আছে.....
মা খুব অল্প একটু হাসলো --- তাতে কোন আনন্দ নেই।
কোন শব্দও হ'ল না, ঠোঁট দুটো চেপে কোণের
দিকে সামান্য বেঁকে গেল। যেমন অন্ধকার রাত্তিরে
উঠোনের তুলসী মঞ্চের কুলুঙ্গীতে নিভু নিভু প্রদীপ
একটু খানি আলো ছড়ায় সেই রকমই।

এবার বললে --- জানি। আবার মায়ায় জড়ালি!
তবে থাক্ আরও কিছুদিন এখানেই। এই বলে
মা মিলিয়ে গেল।

আমার ঘুম গেল ভেঙে
তখন গভীর রাত্রি। অঘ্রাণের ঠাণ্ডায়
রাত তিনটে, আমি মশারীর ভেতর থেকে
টর্চ জ্বেলে দেওয়াল ঘড়িতে দেখলুম। তখনই
আলো নিভিয়ে দিয়েছি, তবু এক পলকে
ঘড়ি ছাড়াও, মোটা চাদরে, আমার গেঞ্জিতে
যে আলোটুকু পড়েছিল তাতে মনে হ'ল----
মায়ের সেই বিষন্ন হাসিটা সব কিছুতে
লেগে রয়েছে। --- মা নেই।

রাঙাধুলো থেকে সংগৃহীত